দেশের কাজে যারা দিল সব

(ছেলেমেয়েদের নাটক)

সতীকুমার নাগ

জাতীয় গ্রন্থঘর
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
জাতীয় গ্রন্থঘর
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সংগীত রচনা করেছেন :
প্রভাত বসু
সুজিতকুমার নাগ
রণজিৎকুমার সেন

সুর ও স্বরলিপি :
রমেন মৈত্র

দাম : এক টাকা

এই লেখকের লেখা ছোটদের
কয়েকখানি বই :

চলার পথে : ছেলেদের নাটক
বাংলার ছেলে : ঐ
হাজার বছর পরে } ঐ
আমাদের কবি } ঐ
ছোটদের নেতাজী
কামালের গড়া দেশ
কবি বিষ্টুদা

আমার ছোট ভাইবোনেরা,

আমার দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে—এ কথা মনে করতে সত্যি আনন্দে বুক ভরে উঠে! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেদিন গড়ে উঠবে, সেদিন তোমরা অনেক কাহিনী জেনে গৌরব বোধ করবে'।

এই ছোট নাটকখানির ভিতর দেখাতে চেয়েছি **প্রশান্ত, বনানী**—এরা দেশকে ভালবেসেছিল.... সর্বহারা নিঃস্ব **শ্রীমন্ত** একদিন সত্যিকার মানুষ হ'য়ে উঠলো.... **মঞ্জুলা** নূতন ক'রে রূপ দিল আলোক সংঘের···ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম কি ক'রে এগিয়ে গিয়েছিল তারি কথা একদিন শ্রীমন্তকে বল্‌লো···এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে

দেশের কাজে যারা দিল সব।

তোমরা অভিনয় ক'রে যদি খুশী হও, তবেই হ'বে আমার এ নাটক লেখার স্বার্থকতা।

স্নেহের **উৎপল হোমরায়ের** অনুপ্রেরণায় এই নাটকখানি লিখেছি। কাজেই **উৎপলকে** এই নাটকখানি উৎসর্গ করছি।

দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৪
৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা — সতীকুমার নাগ

পরিচয় লিপি

প্রশান্ত—আদর্শ দেশসেবক

বনানী—প্রশান্তের ছোটবোন

মঞ্জুলা—বনানীর অনুগামী

শ্রীমন্ত— সর্বহারার প্রতীক

সুজিত—
সুহাস— } প্রশান্তের সহকর্মী

দীপেন্দু চৌধুরী—অত্যাচারী ধনীর সন্তান

কৃতান্ত রায়—দীপেন্দুর ম্যানেজার

বাউল

আলোক সংঘের সভ্য সভ্যারা

দেশের কাজে যারা দিল সব

প্রথম দৃশ্য

[প্রশান্তের ঘর। ঘরে ভারতীয় মনীষীদের ফটো। একটি টেবিল ও চেয়ার আছে। কয়েকখানা বই। দেয়ালে নেতাজীর সামরিক সজ্জার ফটো। ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত ধীরে ধীরে বললো—।]

'হে নেতাজী, আজ আমাদের দেশ, জন্মভূমি ভারতবর্ষ, বাংলা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলে-মেয়েরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তুমি এসো, তুমি এসো··· তোমার শুভ আগমনকে আমরা সাদরে বরণ করে নেবো। [একটু থেমে] কবে ফিরে আসবে তুমি, তারি প্রতীক্ষায় আমাদের ছেলেমেয়েরা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন পথের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ফিরে আসবে নূতন আলো নিয়ে, নূতন বাণী নিয়ে—! আর সে দিন নূতন সূর্য উঠবে দিগন্তে! নূতন তারা ফুটবে, নূতন চাঁদ উঁকি দেবে রাতের আকাশে! ভারতের মুক্তি পথের অগ্রদূত—তোমাকে শত কোটি নমস্কার!'

[টেবিলের কাগজগুলো সে মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। বনানীর প্রবেশ—হাতে সেলাই রয়েছে।]

বনানী—দাদা, তোমার কাজ কি ফুরোবে না? [প্রশান্তের পাশে বস্‌লো]

প্রশান্ত—কাজ কি কখনো ফুরোতে পারে?

বনানী—আচ্ছা দাদা, তুমি কি ওদের বাঁচাতে পারবে? না ওরাই বাঁচ্‌বে?

প্রশান্ত—বনানী, জানিস্‌, একাজ করতে আমার ভাল লাগে ওরা সবকিছু হারিয়ে আজ সর্বহারা!

বনানী—আমি তো ভেবেই পাই না, এত বড় কাজ তুমি একা কি করে করবে?

প্রশান্ত—সুজিত, সুহাস, ওরা সব আমার পাশে আছে। বনানী, তুই পারবি আমার পাশে দাঁড়াতে?

বনানী—[সলজ্জভাবে] আমার কি শক্তি আছে দাদা?

প্রশান্ত- [মনীষীদের ফটো দেখিয়ে] ঐ যে দেখ্‌ছিস্‌, ভারতীয় মনীষী—তাঁদের কাছ থেকেই আশীষ মেগে নে! ওরাই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন! [উভয়েই হাতজোড় করে নমস্কার করলো]

[মঞ্জুলা একটী ছোট চরকা ও একবাক্স পেঁজা তুলো নিয়ে প্রবেশ করলো]

মঞ্জুলা—দাদা, এই দেখ, আমাদের সংঘ থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি।

প্রশান্ত—বাঃ, কি সুন্দর চরকাটী! [নেড়েচেড়ে দেখলো]

বনানী—দাদা, মঞ্জুলা চরকা-কাটা সঙ্গীত ভাল গাইতে পারে।

প্রশান্ত—আচ্ছা মঞ্জু, চরকা কেটে দেখা, সেই সঙ্গে গানটীও শোনাতে হবে। [মঞ্জুলার চরকা কাটা ও গান]

গুন্ গুন্ গুঞ্জন ঐ শোন্ চরকার।
এর চেয়ে ভাল সুর আর কিবা দরকার?
মুক্তির বাণী বাজে
আজ সারা দেশ মাঝে,
লুপ্তির ত্রাসে কাঁপে বিদেশীয় সরকার।
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ঐ শোন্ চরকার!
পাঁজ নিয়ে সূতা কাটি আজ মহানন্দে
যখনই সময় পাই দিন-রাত সন্ধ্যে
মা'র দেওয়া বস্ত্রে
সাজি নব অস্ত্রে
এত দিনে ভেদ বুঝি মুক্তি ও বন্ধে
পাঁজ নিয়ে সূতা কাটি আজ মহানন্দে।

[প্রভাত বসু]

প্রশান্ত—কি সুন্দর! এবার আমি তোকে একটা ভাল বক্শিষ দেবো।

দেশের কাজে যারা দিল সব

মঞ্জুলা—কি দেবে ?

প্রশান্ত—এক বস্তা তূলো।

মঞ্জুলা—তূলো!

প্রশান্ত—হ্যাঁ, ঐ তূলো দিয়ে চরকায় সূতো কেটে আমার জামা হবে।

মঞ্জুলা—হ্যাঁ দাদা, বেশ হবে, আমি কিন্তু তোমাকে জামা নিজের হাতে বানিয়ে দেবো। দেখো কি সুন্দর হবে!

প্রশান্ত—আগে হোক, তারপর তো সুন্দর! তুই এখন যা। [মঞ্জুলার প্রস্থান ও সুজিতের প্রবেশ] সুজিত, কি সংবাদ ভাই!

সুজিত—একটী ছেলেকে কুড়িয়ে পেলাম।

প্রশান্ত—কোথায় ?

সুজিত—পথের ধারে যেখানে ডাস্টবিন, সেখানে বসে বসে ছেলেটী কাঁদছিল!

প্রশান্ত—কোথায় রেখে এলি ?

সুজিত—আমাদের আলোক সংঘে।

বনানী—ছেলেটীর মা-বাপ বেঁচে আছে তো ?

সুজিত—হতভাগার মা-বাপ হয়তো খেতে না পেয়েই মারা গেছে!

প্রশান্ত—[বনানীর দিকে তাকিয়ে] তোর পর' ভার রইলো সর্বহারার ঐ একটী ছেলেকে মানুষ করার। পারবি তো ?

বনানী—কেন পারব না দাদা! [দাদাকে প্রণাম করলো]
তোমার আদর্শে গড়া বোন আমি। [প্রস্থান]

সুজিত—বনানী পারবে? [দ্বিধা ভরে]

প্রশান্ত—সুজিত, তুই বুঝি জানিসনে, বনানী আমাদের কাজে দীক্ষা নিয়েছে। আমরা ভাবি আমাদের মেয়েরা ভীরু, কিছুই করতে পারে না। কিন্তু ওরা যে কত বড় বড় কাজের ভার নিয়ে পুরুষদেরও হারিয়ে দিয়েছে, তা ওরাই জানে না। আলোক সংঘের এটাই হবে বড় কাজ যদি ঐ সর্বহারাদের মধ্যে একজনাকেও বাঁচাতে পারি—তবেই হবে আমাদের সব কাজের বড় কাজ।

[ভিতর থেকে করুণ আর্তনাদ ও কান্না শোনা গেল। সুহাসের হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ]

সুহাস—প্রশান্তদা, একদল নতুন লোক এসেছে। এদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, গায়ে জামা নেই, বুকের হাড় গোণা যায়, গলার হাড় বেরিয়ে গেছে, চোখ গর্তে বসে গেছে—তাদের হাতে রয়েছে শালপাতার ঠোঙা, আর কারোর হাতে রয়েছে মাটীর থালা! কি সকরুণ আর্তনাদ করে বলছে, একটু ফ্যান দাও, একমুঠো ভাত দাও!

প্রশান্ত—ওরা বিংশ শতাব্দীর অভিশপ্ত মানব! ওদের ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। রূপকথার রাজপুরীর গল্প জানিস? শোন্ তবে—এক সময়ে

রাজপুরী ধন-দৌলতে, হীরামাণিকে ভরপূর ছিল কিন্তু একদিন কোন এক যাদুকর এসে মরণ কাঠি ছুঁয়ে দিয়ে গেল। ঘুমন্ত রাজপুরীর রূপ সবই ঠিক ছিল, কিন্তু ছিল না মানুষগুলো—সব মরে গেছে তারা।

সুহাস—সে দেশের রাজাও কি তাদের বাঁচাতে পারলো না ?

প্রশান্ত—সে দেশের রাজা-রাণী ছিলেন সাত সমুদ্র তের নদী পারে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতজাতি। রাজা কি করে বুঝবেন প্রজার দুঃখের কথা !

সুজিত—এতো রাজা নয়, এ যেন সাক্ষাৎ যম ! [ভিতর দিক থেকে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল। সেবাব্রতী পোষাকে বনানীর প্রবেশ]

বনানী—শুনলে কি কান্না ছেলেটার ! সাবান জল দিয়ে কিছুতেই চান করবে না। এতো মানুষ নয়—এ যেন একখানি কংকাল।

প্রশান্ত—না খেতে পেয়ে আজ ওর ওই দশা !

বনানী—আমিতো ভেবেই ঠিক করতে পারিনা, কি করে তোমরা এদের বাঁচাবে। [আবার কান্না শোনা গেল] ঐ দেখ, আবার কান্না সুরু করলে—দাদা, একটিবার এসে দেখে যেও। [প্রস্থান]

প্রশান্ত—ছেলেটা বাঁচবে তো !

সুজিত—হয়তো বাঁচবে।

প্রশান্ত—কে জানে, একদিন এই সর্বহারা ছেলেটী মানুষ হয়ে উঠবে কিনা ! তোদের যাত্রাপথে জয় তিলক ললাটে আঁকা —আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

সুহাস—তোমারই আদর্শে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত !

প্রশান্ত—তোদের হাতে যা যা ভার রয়েছে, তা শেষ করে ফেলিস যেন। [সুজিত, সুহাস উভয়ে প্রশান্তকে প্রণাম করলো।] এ কি ?

সুজিত—তুমি আমাদের দাদা—দাদাকে প্রণাম করলে অপরাধ হয় না, এখন আসি। [প্রস্থান]

প্রশান্ত—[নেতাজীর ফটোর কাছে যেয়ে] নেতাজী, তুমি আমাকে অন্তরে আলো দাও, সেই আলোতে আমি যেন আমার কর্মপথে এগিয়ে চলি। [ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শ্রীমন্ত চেয়ারে বসে আছে পরিষ্কার পোষাকে। পড়ার বই নাড়ছে। বনানী এক গ্লাস দুধ এনে টেবিলে রাখলো]

বনানী—[সস্নেহে] ছিঃ, পড়া ফেলে খেল্‌তে আছে বুঝি !

শ্রীমন্ত—আমার যে পড়তে ইচ্ছে করে না।

বনানী—ও কথা বলতে নেই ! এসো তো লক্ষীটী, দুধটুকু খেয়ে ফেল। [শ্রীমন্তকে কোলে নিল। প্রশান্তের প্রবেশ] এসো দাদা, [শ্রীমন্তকে কোল থেকে নামিয়ে] দাদা, আমি ওর নাম রেখেছি শ্রীমন্ত।

প্রশান্ত—[শ্রীমন্তর মুখখানি তুলে] বাঃ ! সুন্দর নামটি তো ! তোর সেবা যত্নে শ্রীমন্ত আজ নতুন জীবন পেয়েছে।

বনানী—তোমার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে আমি তো কিছুই করতে পারতাম না।

প্রশান্ত—আজকের দিনে আমার কত আনন্দ হচ্ছে জানিস বনানী, শুধু কথাতেই তা প্রকাশ করতে পারছি না। গানে, ছন্দে সারা অন্তর আমার আনন্দের জোয়ারে জেগে উঠেছে। [একটু থেমে] মরণের মুখ থেকে ওকে বাঁচিয়ে তুলেছিস, হয়তো একদিন আমাদের জীবনের এটাই হবে

সব চেয়ে বড় কাজ। [শ্রীমন্ত একটা খেলনা নিয়ে খেলছিলো হঠাৎ হাত লাগ্‌তেই কেঁদে উঠলো, বনানী কাছে গেল]

বনানী—[কোলে তুলে] শ্রীমন্ত, ও নিয়ে আর কখনও খেলো না। [বাইরে কোলাহল]

প্রশান্ত—কিসের যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না!

[মঞ্জুলার প্রবেশ]

মঞ্জুলা—প্রশান্ত দা, ছেলেরা আলোক সংঘে একটা বুড়ো লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটি হয়ত বাঁচবে না দেখলে মনে হয়, অনেকদিন খেতে পায়নি।

প্রশান্ত—আমি যাচ্ছি [দ্রুত প্রস্থান]

মঞ্জুলা—সত্যি, লোকটিকে দেখলে মায়া লাগে!

বনানী—মানুষ ক'দিন না খেয়ে বাঁচতে পারে?

মঞ্জুলা—এক বেলা খেতে না পেলেই আমার তো কান্না পায়।

বনানী—আর এই লোকটি হয়ত ক্ষিধের জ্বালায় কতদি ছট্‌ফট্‌ করেছে, কে জানে!

মঞ্জুলা—বনানীদি, একটিবার যাবে দেখতে?

[পুনরায় প্রশান্তের প্রবেশ

প্রশান্ত—নাঃ, লোকটাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না রোগ হলে চিকিৎসা করা চলে কিন্তু না খেতে পেয়ে

রোগ হয়, সে রোগের কি ওষুধ আছে ? সে রোগের ওষুধ শুধু দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়া ।

বনানী—সত্যি, আমি এ ভেবে ভেবে অবাক হয়ে যাই

মঞ্জুলা—বড়লোকদের ত অনেক টাকা আছে, ঘর ভরতি অনেক চালও আছে। তারা তো এসময়ে কিছু দিতে পারে ! ওরা কেন দেয় না দাদা ?

প্রশান্ত—কেন দেয় না আমিও ভাবি। ভিক্ষা চাইলেই কি মেলে ? জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয়। ওরা গরীব, ভয় পায় বড় লোকদের। [শ্রীমন্তকে কাছে টেনে] বনানী, শ্রীমন্ত তোর হাতে মানুষ। শোন্ শ্রীমন্ত, যখন বড় হবি, মনে রাখিস্ তোর বাবা মা একমুঠো ভাতের অভাবে মারা গেছে। যারা তোর মা বাবাকে খেতে দেয়নি, তাদের কথা কখনো ভুলে যাস্নি। তাদের এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবি। তা হলে তোর বাবা মা তোকে আশীর্বাদ করবে, বুঝলি ? আর মনে রাখিস্, আমরা সত্যাশ্রয়ী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিস। তবেই হবে সর্বহারাদের মুক্তি, সর্বহারাদের জয় ! [প্রস্থানোদ্যত]

বনানী—দাদা চলে যাচ্ছ, একটু বস্বে না ?

প্রশান্ত—অনেক কাজ হাতে রয়েছে। আমাকে একটিবার দিপেন্দু চৌধুরির কাছে যেতে হবে। [প্রস্থান]

মঞ্জুলা—দাদাকে যেন আজ একটু উত্তেজিত দেখলাম ।

বনানী—দাদাকে তো আর নতুন দেখ্‌ছিনে। আমার বেশ মনে পড়ে, যে-বছর আমরা পশ্চিমে গিয়েছিলাম, তখন এদেশে "বন্দেমাতরমের" কি ঢেউ! ছোট বড় সবাই দেশের কাজে পাগল। দাদাও ঘরছাড়া হয়েছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা ছোট্ট ঘর ছিল। সেখানে দাদা আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে কি সব বানাতো। আমি বাইরের দিক থেকে তালা বন্ধ করে চুপটি করে বসে থাকতাম। আমার 'পর ভার ছিল কেউ যেন এদিকে না আসে। দাদার বন্ধুদের কাছে জেনেছিলাম, সাহেব মারার জন্যে হাতবোমা, গোলাগুলী সব তৈরী হতো। [শ্রীমন্ত বনানীর কোলে চুপ করে বসে রইলো]

মঞ্জুলা—উঃ, আমার ত গায়ে কাঁটা দেয় একথা শুন্‌লে!

বনানী—তখন ত আমি অতশত বুঝতে পারিনি।

মঞ্জুলা—বল না, বনানী দি, আর কি জান?

বনানী—[শ্রীমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল, কোলে নিয়ে হাতপাখার বাতাস করে] শ্রীমন্ত ঘুমিয়ে পড়ছে ভাই আর একদিন তোকে সব বলবো [বনানী উঠে দাঁড়ালো]

মঞ্জুলা—[আপন মনে] হতভাগা লোকটা সত্যিই মরে গেল!

বনানী—[শ্রীমন্তকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। শ্রীমন্তের কিন্তু ঘুম এল না।] মঞ্জুলা, ওর কাছে তুই একটু বস্‌বি! "ঘুম পাড়ানি গান"টা গা-তো! তবে যদি একটু ঘুমোয়!

দেশের কাজে যারা দিল সব

[মঞ্জুলা শ্রীমন্তের কাছে বসে "ঘুম পাড়ানি" গান গাইতে থাকলো। ঘরের জিনিষগুলো অগোছাল হয়ে আছে। বনানী ঘরের এলোমেলো জিনিষগুলো গুছাতে থাকলো।]

মঞ্জুলার গীত

মাগো আমার ইচ্ছে করে বনের পথে যেতে
যেথায় ফোটে চম্পাকুঁড়ি দখিণ হাওয়ায় মেতে
কোয়েল ডাকা নদীর চরে
সাঁপলা ফুলের সোনা ঝরে
বন-পরীরা ডাকছে শুধু আমায় কাছে পেতে॥
মাগো আমার বন-পরীরা গানের সুরে কয়
খোকনমণি এই ধরণীর সবই মধুময়
সন্ধ্যাবেলায় কুসুম ফোটে
চাঁদের হাসির লহর লোটে
ঘুম পাড়ানি মধুর গানে জীবন রহে মেতে॥

[সুজিতকুমার নাগ]

[গান শেষ করে মঞ্জুলা উঠলো।]

মঞ্জুলা—এখন যাই বনানী দি। দেখ, শ্রীমন্ত কি দুষ্টু!

বনানী—[শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে] চ, তোকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। [তিনজনের প্রস্থান। মঞ্চ ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকলো]

তৃতীয় দৃশ্য

[দিপেন্দু চৌধুরির মিউজিয়াম ঘরের একাংশ। কয়েকটি পাথরের মুর্তি। মিঃ চৌধুরি কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখ-তুলে কলিংবেল টিপলেন। কৃতান্ত রায়ের প্রবেশ]

দিপেন্দু—আচ্ছা, ম্যানেজারবাবু, এখানে অনেক দিন থেকেই আছেন ?

কৃতান্ত—কর্তাবাবুদের আমল থেকেই আছি।

দিপেন্দু—তবে এবাড়ীর অনেক খোঁজখবরই রাখেন ?

কৃতান্ত—বুড়ো কর্তাবাবুর টাকা পয়সা দিয়েই এখানকার প্রথম জমিদারী পত্তন হলো। এখানে একদিন কত সাহেবসুবোই না আসতো !

দিপেন্দু—দাদুর কথা বলছেন ?

কৃতান্ত—হ্যাঁ ঐ দেখ, তোমার দাদুর একখানি ফটো। [দেয়ালে দাদুর ফটো। পুরাণো আমলের মাথায় পাগড়ী বাঁধা, চাপকান পরা]

দিপেন্দু—বাবার কথা আপনার মনে আছে ?

কৃতান্ত—তা আবার থাকবে না ! শুনেছি, দাদাবাবু নাকি মস্ত পুলিশের কাজ করতেন।

দিপেন্দু—হ্যাঁ, সারণ জেলায় পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ছিলেন।

কৃতান্ত—দাদাবাবু কি কোরে মারা গেলেন ?

দিপেন্দু—সে অনেককথা। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনের সময় বাবার ওপর ভার পড়েছিল আন্দোলনকে দমন করার। তাতে একদল লোক ক্ষেপে গিয়েছিল।

কৃতান্ত—কেন ?

দিপেন্দু—দেশের স্বাধীনতার জন্যে। বাবা ঐ দলকে বাধা দিয়েছিলেন বহু পুলিশ নিয়ে। তাতে অনেক ছেলে মেয়ে পুলিশের গুলীতে মরেছিল। ইংরেজ সরকার খুসী হয়ে বাবাকে রায়বাহাদুর টাইটেল্ দিয়েছিলেন, প্রচুর পুরস্কারও দিয়েছিলেন। [একটু থেমে] হ্যাঁ ঠিক এমনি এক সন্ধ্যায় বাবা তাঁর ঘরে বসে কাজ করছিলেন। [একটু থেমে] থাক্, আরেক দিন বল্‌বো।

কৃতান্ত—খোকাবাবু, দাদাবাবুর কথা কতদিন পরে শুনছি, আজই বল।

দিপেন্দু—কোথা থেকে এক আততায়ী এসে পরপর রিভলবারের গুলী ছুড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বাবাও মারা গেলেন।

কৃতান্ত—কি সাংঘাতিক ! ডাকাতকে ধরতে পেরেছিলে ?

দিপেন্দু—পাগল ! সে নিমিষের মধ্যে চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

কৃতান্ত—দাদাবাবু এভাবে চলে যাবে, ভাবতেই পারি নি। যারা দাদাবাবুকে মেরে পালিয়ে গেল তারা কারা ?

দিপেন্দু—এ দেশেরই মানুষ! [ঘড়িতে সাতটা বাজলো। টেবিলের ওপর একটি চিঠি ছিল, সেটি নিয়ে পড়ে বল্‌লো] ম্যানেজারবাবু, এখানকার প্রশান্তবাবুকে চেনেন ?

কৃতান্ত—তা আর চিন্‌বো না। এ সারা সহরে তার মত আর একটি ছেলেকেও খুঁজে পাবে না। কার কি অভাব, অভিযোগ তারই খোঁজ খবর নিচ্ছে। নিজে একটি সংঘ গড়েছে।

দিপেন্দু—সেখানে কি হয় ?

কৃতান্ত—ছেলেমেয়েরা লাঠি ছোরা খেলা শেখে। আশেপাশের গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ায়, দুঃখী ছেলেদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তোলে। মাঝে মাঝে কি সব সভা সমিতি হয়। একটিবার তাকে দেখলেই বুঝবে সে কি দিয়ে তৈরী!

দিপেন্দু—হ্যাঁ, সে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে। আচ্ছা, আপনি যান। দেখে শুনে কাজ করবেন।

কৃতান্ত—সে কথাটি তোমাকে আর বলতে হবে না, খোকাবাবু। [প্রস্থান]

দিপেন্দু—[একটা বই পড়তে চেষ্টা করলো, কিন্তু মন বস্‌লো না। পায়চারী করতে লাগলো। এমন সময় কলিংবেল বাজলো] ইয়েস্‌ স্যার, আসুন [প্রশান্ত প্রবেশ করলো]।

প্রশান্ত—নমস্কার, আপনিই দিপেন্দু চৌধুরি ?

দিপেন্দু—হ্যাঁ, বসুন [ডেক চেয়ারে বস্‌লো]। আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠিতে কি সব কাজ হয় ?

প্রশান্ত—আপনারা ধনী! আপনাদের সঙ্গে দেখা করলে পাছে আপনাদের মর্যাদাহানি হয় তাই—

দিপেন্দু—ওটা আপনার দুর্বলতার কথা! মর্যাদা কি কেউ কারো নষ্ট করতে পারে, প্রশান্ত বাবু ? আপনার নাম আমি এখানে যথেষ্ট শুনেছি। আপনি নাকি সর্বহারাদের দরদী!

প্রশান্ত—মানুষের যা কর্তব্য শুধু তাই করছি। আজ যাদের সর্বহারা বলছেন, তারাই হয়ত আস্‌ছে কাল আপনাকে পিছিয়ে রেখে এগিয়েও যেতে পারে,—বিশ্বাস করেন ?

দিপেন্দু—হ্যাঁ করি, কিন্তু—

প্রশান্ত—এর ভেতর কিন্তু'র কিছু নেই দিপেন্দুবাবু! [বাইরে থেকে ভেসে আসছে বুভুক্ষুদলের কলরব। আস্তে আস্তে তাদের আর্তনাদ মিলিয়ে যাবে] ঐ দেখুন কি করুণ আর্তনাদ। শুধু একমুঠো ভাতের জন্যে! [দিপেন্দু মৃদু হাস্‌লো] ওদের কথা শুনে আপনার হাসি পেল ?

দিপেন্দু—সত্যি, ওদের কথা শুন্‌লে, ওদের কথা ভাবলে, কেন জানি একটা হাসি আসে!

প্রশান্ত—আশ্চর্য মানুষ তো!

দিপেন্দু—জানেন প্রশান্ত বাবু! ঐ ভিখিরীর দলেই প্রত্যেকটি রোগের বিষাক্ত জীবানু!

প্রশান্ত—ওদের মৃত্যুর জন্যে আপনারা দায়ী !

দিপেন্দু—বলুন তো কি করে ?

প্রশান্ত—সিন্দুকভরতি করে রেখেছেন টাকা।

দিপেন্দু—আমার আছে, তাই রেখেছি !

প্রশান্ত—আজ যদি আপনার ঐ অর্থ, ঐ চাল, এদের অন্ততঃ কিছুটা ভাগ করে দেন, তবে এরা খেয়ে বাঁচে।

দিপেন্দু—তা হয় না, প্রশান্ত বাবু !

প্রশান্ত—হয় না বলেই তো বিপ্লব, বিদ্রোহ ঘটে ! আজ যদি ঐ বুভুক্ষুর দল সংঘবদ্ধভাবে আপনার বাড়ী হানা দিয়ে, জোর করে সব নিয়ে যায়, পারবেন তাদের রুখ্‌তে ?

দিপেন্দু শাসনদণ্ড এখনো ভেঙে যায় নি।

প্রশান্ত—গোলাগুলীর ভয়ে ঐ সর্বহারা ক্ষুধার্তের দল পিছিয়ে যায় না, দিপেন্দু বাবু। হয়তো একদিন দেখতে পাবেন, ঐ সর্বহারাদলের একটি ছেলের অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো প্রতিহিংসায়।

দিপেন্দু—প্রশান্ত বাবু ! আপনাদের সংঘের জন্যে অন্য কিছু সংগঠন করুন, তাহ'লে আমার দাদুর নামে আমি কিছু দান করতে পারি।

প্রশান্ত—আপনার দাদু !—এখানকার স্বনামধন্য পুরুষ ! তাঁকে আমরা ভাল করেই জানি।

দিপেন্দু—কি জানেন ?

প্রশান্ত—দেশের লোকদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে বড় হয়েছেন। আজ যদি হোতো অন্য কারো দাদু, তিনি কি পেতেন এ সমাজে স্থান ? আপনাদের ধনীর যে আভিজাত্য, তা একটা মুখোস ছাড়া আর কিছু নয় !

দিপেন্দু—প্রশান্ত বাবু ! আমার বাবা নামকরা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। সেবার আন্দোলনের সময় বাবা নিজের হাতে গুলী করে মেরেছিলন একদল লোককে। সে দল কারা জানেন ?

প্রশান্ত—দেশভক্ত ঘরছাড়া দিক্‌ছাড়ার দল।

দিপেন্দু—প্রশান্ত বাবু, আমি আমার পিতার আদর্শকে বড় বলে মনে করি— তা জানেন ? প্রয়োজন হলে আমিও এই হাতে—

প্রশান্ত—আপনি তো তাঁরই বংশধর ! তাঁরই রক্ত আপনার শিরায় শিরায় বইছে।

দিপেন্দু—প্রশান্ত বাবু !

প্রশান্ত--বলুন !

দিপেন্দু—নাঃ, কিছু নয়।

প্রশান্ত—আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার অর্থ, আপনার মজুত করা চাল, সর্বহারাদের বিলিয়ে দিন। তারা খেয়ে বেঁচে উঠুক। তাতে আপনার অকল্যাণ হবে না।

দিপেন্দু—আপনার সদুপদেশ ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি।

প্রশান্ত—দিপেন্দু বাবু, প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি : যেমন করে পারি, আমরা আপনার মজুত চাল, অর্থ, আদায় করে নেব ! [উঠে দাঁড়ালো]

দিপেন্দু—যদি তাতে মৃত্যু ঘটে !

প্রশান্ত—মৃত্যু, এতো অতি সহজ কথা ! নমস্কার, দিপেন্দু বাবু [দ্রুত প্রস্থান]

দিপেন্দু—অতি সহজ কথা ! [বেল টিপলেন্, কৃতান্তের প্রবেশ] ম্যানেজার বাবু! হ্যাঁ, তখন বাবার কথা বলছিলাম না ?—বাবার আততায়ীকে—আততায়ীকে ধরতে পারিনি কিন্তু—

কৃতান্ত—থাম্‌লে কেন খোকন বাবু ?

দিপেন্দু—[একটু হেসে] হ্যাঁ, আমার বন্দুক, আমার রিভলবার সব ঠিক আছে তো ?

কৃতান্ত—হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু খোকনবাবু কোথায় যাবে ? শিকারে বুঝি ?

দিপেন্দু—এ বাড়ীর ত্রিসীমানা ছেড়ে কোথাও যাবো না। চারিদিক ভালো করে পাহারা দিতে হবে। কখন কোন্ দিক থেকে আসে, তার তো কোনও ঠিক নেই।

কৃতান্ত—এ সব কি বলছ খোকন বাবু ?

দিপেন্দু—দিনকাল খারাপ পড়েছে। চোর-ডাকাতে দেশ ছেয়ে গেছে। কাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে দুশো ফোস

আনতে হবে। আচ্ছা, আপনি যান! খুব হুঁসিয়ার হয়ে থাক্‌বেন কিন্তু।

কৃতান্ত—[প্রস্থান করতে করতে।] খোকন বাবু, তোমার কোন কথাই বুঝতে পারলাম না। [প্রস্থান]।

দিপেন্দ্—[সারা ঘরে অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন] আমি তাঁদেরই বংশের ছেলে, তাঁদেরই রক্ত আমার শিরায় শিরায় বইছে···Yes, Prosanta you are justified. [অট্টহাস্য] Rightly deserved [দিপেন্দ্র অসহায়ের মত বসলো। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরে যাবে]।

চতুর্থ দৃশ্য

[এ দৃশ্যটি দর্শক শুধু দেখতে পাবে পর্দার আলোছায়াতে : ভিতর দিক থেকে একদল মানুষ সারবন্দী হয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে "জয় সর্বহারাদের জয়" "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক", "ধনতন্ত্র ধ্বংস হোক", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", "জয় সর্বহারাদের জয়।" এই জনতার কণ্ঠধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। সহসা জনতার মধ্যে এক সময় বন্দুকের আওয়াজ, রিভালবারের শব্দ, গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। জনতারও ধ্বনি ক্রমশঃ মিলিয়ে আসতে থাকলো ; তাদের কারো কারো কাতর আর্তনাদ শোনা গেল। একসময় সব নিঃস্তব্ধ হয়ে এল। এদৃশ্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠলো।]

পটপরিবর্তন—হাসপাতালের দৃশ্য

[প্রশান্ত একটি হাসপাতালের বেডিংএ শুয়ে আছে। প্রশান্তের বুকে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মঞ্জুলা প্রশান্তের মাথার কাছে বসে কথা বলছে।]

মঞ্জুলা—প্রশান্ত দা !

প্রশান্ত—কে ? [বড় বড় চোখ করে তাকালো মঞ্জুলার দিকে !]

মঞ্জুলা—এখন কেমন আছ ?

প্রশান্ত—ভালো আছি বোন ! [একটু থেমে] সুহাস, সুজিত ওদের কিছু সংবাদ জানিস ?

মঞ্জুলা—সুহাসদা সেখানেই পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন। সুজিতদাও হাসপাতালে আসার পর সে রাত্রিতেই মারা গেলেন।

প্রশান্ত—বনানী ? [মঞ্জুলা মাথা নীচু করে চুপ করে থাকলো।] কথা বলছিস না যে ?

মঞ্জুলা—বনানী দি ধরা পড়েছিল ওদের হাতে, ওরা বনানীদির হাত থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু বনানীদি একটুও ভয় না পেয়ে, সব শক্তি দিয়ে পতাকাকে আকড়ে ধরে রেখেছিল।

প্রশান্ত—আমি জানি বনানী কত বড় !

মঞ্জুলা—তারপর....

প্রশান্ত—থামলি কেন ?

মঞ্জুলা—বনানীদি ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল রিভলবার।

প্রশান্ত—পেরেছিল তা !

মঞ্জুলা—হ্যাঁ। তারপর বনানীদি ওদের হাতে মরে নি, নিজের হাতে নিজেকে গুলি করার আগে বলেছিল ঃ নিজে মরব, তবু তোমাদের হাতে জাতীয় পতাকার অসম্মান হতে দেব না।

[মঞ্জুলা চুপ করে থাকলো]

প্রশান্ত—দুঃখ করিস নি মঞ্জুলা। একদিন হয়তো আমাদের এই

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বাংলার ইতিহাসে লেখা থাকবে। আমরা সব চলে গেলেও আমাদের কাজ বেঁচে থাকবে, জানিস। এমনি করে দেশের ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

মঞ্জুলা—তুমি কবে ভালো হয়ে উঠবে ?

প্রশান্ত—তা কি করে বলবো ? শুয়ে শুয়ে ভাবছি কত কথা, আমার আলোক সংঘের কথা, ভাবছি সুহাস, ভাবছি সুজিতদের কথা। একদিন আমরাই ছিলুম···

মঞ্জুলা—তুমি বেশী কথা বলো না।

প্রশান্ত—শ্রীমন্ত বুঝি কাঁদে ?

মঞ্জুলা। হ্যাঁ, বনানীদিকে খোঁজে। তোমার কথা বলে।

প্রশান্ত—ওকে কিন্তু তুই দেখবি। আলোক সংঘের বাকী য কাজ তুই আর শ্রীমন্ত শেষ করবি। এই বিপ্লবের শেষ হবে সেইদিন যেদিন ঐ শ্রীমন্ত সত্যিকার বিপ্লবী হয়ে উঠবে

[মঞ্জুলা একটি প্যাকেট খুলে কয়েকটি ফল বের করলো।]

মঞ্জুলা—ফল তোমার জন্য এনেছি—খাও।

প্রশান্ত—[প্রশান্ত মঞ্জুলার দেওয়া ফল খেল।] আমি ভালো হয়ে উঠি··· [ঘণ্টা বাজলো] ঘণ্টা বাজলো, এবার ফিরে যা। কাল আবার আসিস। সঙ্গে শ্রীমন্তকেও আনিস। [মঞ্জুলা ধীরে ধীরে উঠলো ও বিদায় নিল প্রশান্ত একদৃষ্টিতে মঞ্জুলার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।]

১৫ মিনিট বিরতি

[এই সময়ের মধ্যে পঞ্চম দৃশ্যের যা কিছু প্রস্তুত করতে হ'বে। পঞ্চম দৃশ্য থেকে এই নাটকের নূতন মোড় নেবে! শ্রীমন্ত ও মঞ্জুলাকে আমরা নূতন করে দেখতে পাবো।]

পঞ্চম দৃশ্য ঃ শ্রীমন্ত-র ঘর
দীর্ঘ ১২ বছর পর মঞ্জুলা ও শ্রীমন্ত

[শ্রীমন্ত এখন অনেক বড় হয়েছে। ঘরখানি সাজানো আছে নিখুঁত ভাবে। ভারতীয় মনীষিদের ফটো, দুর্ভিক্ষের চিত্র, যুদ্ধের চিত্র ও ঘরের দিকে তাকালেই দেখা যায়। শ্রীমন্তের পরণে মোটা সাদা খদ্দর; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গায়ে খদ্দরের একটি গেঞ্জি, মাথায় গান্ধীটুপি। মঞ্জুলাও এখন অনেক বড় হয়েছে, বনানীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা। এখন আলোক সংঘের অধিনেত্রী মঞ্জুলাই।]

শ্রীমন্ত। তারপর মঞ্জুলাদি, কি হলো? [শ্রীমন্ত একখানি চৌকিতে আধশোয়া অবস্থায় আছে। হাতে একখানি বই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। মঞ্জুলা শ্রীমন্তএর পাশে বসে আছে।

মঞ্জুলার হাতে একটা সেলাইয়ের বুনোনী। দু'জনেই কথা বলছে।]

মঞ্জুলা—এ যুদ্ধ তো আজ আর নতুন নয়! সেই ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধে আমরা ইংরেজের কাছে পরাজিত হই। কিন্তু পরাজিত হলেও আবার দেশকে কি করে ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি তার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছি।

শ্রীমন্ত—সেদিন ইতিহাসে পড়েছিলুম, দেশীয় রাজারাও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুতাম্পী, আপ্পা ভোঁসলে—এঁরা সব। সেই ১৮৫৭—

মঞ্জুলা—হাঁ, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ এখান থেকেই প্রথম সুরু হয়। সেদিন সিপাহী ও জনসাধারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এ যুদ্ধেও ঝান্সীর রাণী, তাতিয়া টোপি, কুনওয়ার সিং, নানা সাহেব স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মত্যাগ করেছিলেন। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এলেন ঋষি বংকিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মণীষিরা তাঁরা দেশকে এক জাতীয় নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুললেন দেশের লোক সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো—বন্দে মাতরম্ বাংলা ও ভারতের পলিমাটী থেকে বিদ্রোহের অগ্নিকণ

বেরিয়ে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে এক গুপ্তদল সৃষ্টি হলো।

শ্রীমন্ত—এই গুপ্তদলের কি কাজ ছিল ?

মঞ্জুলা—এই দলের উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। তারা নিজেরাই তৈয়ারী করতো হাত বোমা। এই দলের দুটি শাখা ছিল—একটি অনুশীলন আর একটি যুগান্তর।

শ্রীমন্ত—যারা এ দলে ছিল তাদের নাম তো বল্লে না ?

মঞ্জুলা—এই বৈপ্লবিক দলে ছিলেন, ক্ষুদিরাম, সত্যেন বাঘা যতীন কয়েকজন বাঙ্গালী ছেলে। এঁরাই প্রথমে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দিলেন স্বাধীনতার বেদীমূলে।

শ্রীমন্ত—মঞ্জুলা দি, অনন্ত সিং, সূর্য সেন, লোকনাথ বল এরাও তো বিপ্লবী ছিল ?

মঞ্জুলা—নিশ্চয়ই ! এ সব বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ছিল রূপকথার যাদুর মত !

শ্রীমন্ত—মহাত্মা গান্ধীর কথা ত বল্লে না ?

মঞ্জুলা—মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষি। ভারতবর্ষ তাঁর জন্মভূমি, আজ তাঁর গৌরবে আমরাও বড়। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী এলেন নূতন বাণী নিয়ে ঃ অসহযোগনীতি —অহিংসা ! মহাত্মার আন্দোলন ধীরে ধীরে এক নূতন রূপ নিল ১৯৪২ সালে। ইংরেজদের বললেন—'ভারত ছাড়' !

এই বাণী নিয়েই সুরু হল আগষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন ডাঃ রামমোহন লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলি, মাতঙ্গিনী দেবী আরো অনেকে।

শ্রীমন্ত—নেতাজীর কথা বলবে না, মঞ্জুলা দি ?

মঞ্জুলা—সত্যি, ভাবতেই পারি না, নেতাজী কি করে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেলেন সেই জার্মানীতে। তারপর এলেন জাপান। এখানে এসে গড়লেন আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঝান্সীরাণী বাহিনী। এ যুদ্ধে ইংরাজকে হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন—মনীপুর সীমান্ত পর্যন্ত।

শ্রীমন্ত—নেতাজী তো বলেছিলেন, দিল্লী তাঁকে পৌঁছতেই হবে। দিল্লীর লাল কেল্লার চুড়োতে জাতীয় পতাকা উড়াবেন। আমি যেন দেখছি, নেতাজী আসছেন ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগিয়ে রাজকুমারের মত। হাতে তাঁর ধারালো অস্ত্র, কটিতে তরবারী। নেতাজীর ঘোড়ার খুর-ধ্বনিতে দিল্লীর রাজপথ কেঁপে উঠলো। জানো মঞ্জুলাদি, দিল্লীর রাজপথ যেন চেয়ে আছে নেতাজী আসবেন বোলে !

মঞ্জুলা—তোর স্বপ্ন যেন স্বার্থক হয়, শ্রীমন্ত ! আজকের দিনে আমার অনেক কথাই মনে পড়েছে।

শ্রীমন্ত—কি বলো না ?

মঞ্জুলা—প্রশান্তদার কথা, বনানীদির কথা—

শ্রীমন্ত—প্রশান্তদা আর বনানীদি তো ভাই-বোন ছিল ?

মঞ্জুলা—হ্যাঁ, প্রশান্তদার বোন বনানীদির কাছেই তো তুমি মানুষ হয়েছ। তুমি তখন কতটুকু ছিলে জানো ? খুব ছোট, সবে কথা বলতে শিখেছ। একদিন কেমন করে জানি, প্রশান্তদার আলোক সংঘে সবাই তোমাকে নিয়ে এল।

শ্রীমন্ত—আমার বনানীদি, আমার প্রশান্তদা আমাকে মানুষ কোরে তুলেছেন। মঞ্জুলা দি, আর কি জানো, বলনা আমার প্রশান্তদা, বনানীদির কথা। [উঠে বস্‌লো]

মঞ্জুলা—বেশ মনে পড়, বনানীদির কোলে বসে তুমি থাকতে। আমিও তার পাশটীতে বসে থাকতাম। বনানীদি দেশ বিদেশের কত রকম গল্প বলতেন। গল্প শুনতে শুনতে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে।

শ্রীমন্ত—আরো বল না প্রশান্তদার কথা, যা জানো।

মঞ্জুলা—আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আলোক সংঘের সভ্যরা একদিন একজন বুড়োকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো—লোকটা না কি খেতে না পেয়ে মরেছিল। প্রশান্তদার কথাগুলো যেন এখনো কানে বাজছে—তোমাকে কাছে ডেকে বলেছিল, শ্রীমন্ত ভুলে যাসনে তোর বাপ-মার কথা। এক মুঠো ভাতের অভাবে তারা মারা গেছে। যারা তোর বাপ-মাকে খেতে দেয় নি, তাদের কখনো ক্ষমা করিস নে। তাদের

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবি। তবেই হবে সর্বহারাদের জয়। সর্বহারাদের মুক্তি।

শ্রীমন্ত—আমার মা, আমার বাবা খেতে না পেয়ে মারা গেছে। উঃ! এ ভাবতেই পারি না।

মঞ্জুলা—প্রশান্তদার বনানীদির আশা ছিলঃ স্বাধীন ভারতকে দেখতে পাবে, কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে প্রশান্তদা বনানীদি কেউ নেই। প্রশান্তদা চেয়েছিল দেশের সর্বহারাদের বাঁচাতে, মানুষ কোরতে।

শ্রীমন্ত—কেন তোমরা প্রশান্তদা, বনানীদিকে বাঁচাতে পারলে না?

মঞ্জুলা—হাসিমুখে যে মৃত্যুকেই মেনে নিলেন। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এসে নামল দেশে দেশে·······কত লোক যে শুধু এক মুঠো ভাতের জন্য মরেছে তার হিসেব নেই। এখানকার ধনীর গোলায় ছিল চাল, সিন্দুকে ছিল টাকা·······প্রশান্তদা তাই জোর করে একদিন সব কেড়ে নিয়ে সর্বহারাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজও বেশ মনে পড়ছে, মাসের ২১ শে তারিখ! দলে দলে ছেলেরা, মেয়েরা সব এল, তাদের হাতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা, আর কণ্ঠে ছিল সর্বহারাদের জয়গান।

শ্রীমন্ত—তারপর?

মঞ্জুলা—তারপর এগিয়ে চলছে মুক্ত সেনানীর দল। প্রশান্তদা তাদের সকলের আগে। বনানীদিও চলছে। কিন্তু সেই

অত্যাচারী ধনী বাধা দিল পুলিশ বাহিনী এনে। বেয়নেট চার্জ করলো, গুলি চালালো। [কথা বলতে বলতে মঞ্জুলার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো] শেষ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে। হাসপাতালে গেলাম প্রশান্তদাকে দেখতে। কত কথা হলো। হাসপাতাল থেকে যখন বিদায় নিলাম, প্রশান্তদা বললেন, শ্রীমন্তকে নিয়ে আসিস [একটু নীরব থেকে] কিন্তু তারপরের দিন আর যাওয়া হোল না।

শ্রীমন্ত—কেন ?

মঞ্জুলা—প্রশান্তদাও চলে গেলন।

শ্রীমন্ত—[একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো] উঃ, আমি ভাবতেও পারিনা মঞ্জুলাদি ! আমার প্রশান্তদা, আমার বনানীদিকে যে হত্যা করেছে, তার নাম বল,—কোথায় থাকে, যেখানেই সে অত্যাচারী থাকুক না কেন—আমি যেমন করে পারি খুঁজে বের করবোই ! তাকে আমি হাতে পায়ে শেকল বেঁধে তোমার কাছে নিয়ে আসবো।...

মঞ্জুলা—ছিঃ শ্রীমন্ত !

শ্রীমন্ত—আমি তোমার কোন কথাই শুনবো না, মঞ্জুলাদি। আমি সেই নর পিশাচকে ঘরে বন্দী করে রাখবো, অনাহারে রাখবো, খিদের কি জ্বালা তা মর্মে মর্মে বুঝাবো—তারপর এই হাতে তাকে সাজা দেব...সে মৃত্যুদণ্ড।

মঞ্জুলা—প্রশান্তদার আদর্শ ছিল না, কারো প্রতি প্রতিহিংসা

নেওয়া। আজ তুমি বড় হয়েছো! সে আলোক সংঘের কত কিছু বদলে গেছে। প্রশান্তদা নেই, বনানীদি নেই, সুহাসদা, সুজিতদা নেই। তুমি তাদেরই প্রতীক। ঐ যারা তোমার আশে পাশে, তারা নূতন ফুলের কুঁড়ি-পাঁপড়ি, তারা ফুটে ওঠে নি, তাদের নিয়েই তোমার কাজ। প্রশান্তদা যে কাজ শেষ করতে পারেন নি, সে কাজ তোমাকেই শেষ করতে হবে। তুমি একটু বসো ভাই! [মঞ্জুলা উঠে ভিতর দিকে প্রবেশ করলো।]

শ্রীমন্ত—[একা] মঞ্জুলাদি, তুমি বোলে গেলে, আমাকে তোমরা কুড়িয়ে পেয়েছ। আমার মা-বাপ খেতে না পেয়ে মরেছে। বনানীদি, প্রশান্তদা আমাকে মানুষ করে তুলেছে, কিন্তু আজ কেউ নেই! [মঞ্জুলা ভিতর দিক থেকে এল একটি কাগজের মোড়ক নিয়ে। কাগজের মোড়কটি খুলে একটি খদ্দরের সার্ট বের করলো।]

মঞ্জুলা—শ্রীমন্ত, একটিবার আমার কাছটিতে দাঁড়াও দেখি। [খদ্দরের সার্টটী শ্রীমন্তের গায়ে পরিয়ে দিল] বাঃ, কি সুন্দর ! [শ্রীমন্ত মঞ্জুলাকে প্রণাম করলো]। ছিঃ, প্রণাম করতে নেই।

শ্রীমন্ত—তুমি যে আমার দিদি !

মঞ্জুলা—শ্রীমন্ত, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন চরকা প্রতিযোগীতায় একবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। প্রশান্তদা খুসী হয়ে আমাকে অনেক চরকা-কাটা তূলো দিয়েছিলেন।

আমি বলেছিলাম, আমি চরকায় সূতো কেটে তা দিয়ে প্রশান্তদাকে একটা সার্ট বানিয়ে উপহার দেব। কিন্তু ভাই, সে সুযোগ আর পাই নি। অনেকদিন এটা বাক্সে যত্ন করে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমাকে পরিয়ে সত্যি আনন্দ পাচ্ছি!

শ্রীমন্ত—আশীর্বাদ কর, আমি যেন প্রশান্তদার আদর্শকে বড় করে তুলতে পারি।

মঞ্জুলা—কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে ভাই। শ্রীমন্ত আসছে কাল ২১শে তারিখ। এই তারিখটি আমাদের একটি স্মরণীয় দিন। আলোক সংঘের সবাই মিলে প্রশান্তদা, বনানীদিকে শ্রদ্ধা জানায়। সে-সব কাজগুলো কিছু বাকী আছে। এখন যাই। তুমিও এস। [প্রস্থান]

শ্রীমন্ত—আমি নতুন কোরে জীবন পেয়েছি। নতুন মানুষ আমি। তোমরা আমাকে কত ভালোবাস। আমি কী পারবো তোমাদের আদর্শকে বড় কোরে তুলতে? মঞ্জুলাদি একা একা কাজ করছে। আমিও যাই [প্রস্থান]

[এ দৃশ্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটী গ্রাম্যপথ দেখা যাবে। সেই নির্জন পথ ধরে একজন বাউল গান করতে করতে চলেছে।]

বাউলের গান

ওরে সর্ব্বহারার দল,
রাতের আঁধার কাটলো এবার
দুঃখ কিসের বল ?
নূতন প্রাতের সূর্য তোরে
দাঁড়ায় হেসে প্রণাম ক'রে,
আঁখির জলে ফোটে যে তোর
আলোর শতদল।
ধূলি যে আজ সুধায় ভরা,
স্বর্গ সে নয় দূরে,
তোদের ডাকে বসুন্ধরা
জাগে নতুন সুরে।
ঘুম ভাঙালি জীর্ণ দিনের,
সুর শোনালি নতুন তৃণের,
তোরাই যে রে সর্ব্বকালের
হাসির ঝলমল।

—রণজিৎকুমার সেন

[ধীরে ধীরে দৃশ্যটী মিলিয়ে যাবে]

শেষ দৃশ্য ঃ ২১শে তারিখ

স্থান ঃ আলোক সংঘ

[আলোক সংঘের ঘরটি সুন্দর কোরে সাজানো হয়েছে লতা পাতা ফুল দিয়ে। সংঘের ছেলেমেয়েরা কাজ করে চলেছে এক মনে। এক একটী গ্রূপে ২।৩ জন। তুলো ধুনা, তকলী কাটা, চরকায় সূতো কাটা, মাটীর কাজ, ঝুড়ি বোনা, সেলাই, ছবি আঁকা। কারো মুখে কোন সাড়াশব্দ নাই ; কেবল তাদের কাজ এগিয়ে চলেছে দেখা যাচ্ছে। ঘরের একটি ধারে তুটি ফটো কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। তার পাশে বসে তুটি মেয়ে ফুলের মালা গেঁথে চলেছে। সংঘের মাঝখানে একটি জাতীয় পতাকা উড়ছে।]

মঞ্জুলা—[একটি খদ্দরের সাড়ি পরা। বেশভূষায় কোন পারিপাট্য নেই। সব সময় মুখে হাসি।] তোমরা যে যার কাজ করে যাও। একটু পরেই তোমাদের নতুনদা আসবে—নাম তার শ্রীমন্তদা।

[শ্রীমন্ত এল। মঞ্জুলার দেওয়া সার্ট গায়ে।] এস শ্রীমন্ত ! [শ্রীমন্ত বসলো। মঞ্জুলা ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ কোরে বলতে সুরু করলে। সবাই হাতের কাজ বন্ধ রাখলো, চুপ করে শুনতে থাকলো।]

"আজ আমাদের সুখের ও দুঃখের দিন। এই দিনটি এলেই মনে পড়ে আমাদের প্রশান্তদা, আমাদের বনানীদির কথা। আজকের দিনে তাঁদের দেখতে না পেলেও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মধ্যে প্রশান্তদা, বনানীদির মুখের ছাপ ; তাঁরা দুজনেই তোমাদের মধ্যে আছেন। আজ তাঁদের জন্য দুঃখ করবো না। তাঁরা সর্বহারাদের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। [কথা বলতে বলতে মঞ্জুলার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো। গলা ধরে এল। একটু থেমে।] তোমাদের এই সংঘে আসার আগে শ্রীমন্ত এসেছে। প্রশান্তদা, বনানী-দির হাতে গড়া এই শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তকে নিয়ে তোমাদের কাজ এগিয়ে চলুক, এই কথাই বলছি। আজ আমাদের একটিমাত্র কাজ—প্রশান্তদা, বনানীদিকে শ্রদ্ধা জানানো। এস শ্রীমন্ত, প্রশান্তদার ও বনানীদির প্রতিমূর্তি তুমিই উন্মোচন কোরে তাঁদের ফুলের মালা পরিয়ে দাও। [মঞ্জুলা বসলো।]

শ্রীমন্ত—[ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বললো] প্রশান্তদা, বনানীদি, তোমরা আমার প্রণাম গ্রহণ কর। যে নিঃস্ব, যে অসহায় তাকে তোমরা মানুষ করেছ। তাকে শিখিয়েছ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। তুমি চেয়েছিলে, সর্ব-হারাদের মুক্তি, সর্বহারাদের জয়। তোমার পতাকা যেন বহন কোরতে পারি, এই আশীর্বাদ কর।—[মঞ্জুলাকে প্রণাম করলো।] মঞ্জুলাদি, তুমিও আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মঞ্জুলা—[শ্রীমন্তকে তুলে] শ্রীমন্ত, আজ থেকে আমার ছুটি। তোমার হাতে আলোক সংঘের সব কিছু তুলে দিচ্ছি। এদের নিয়েই তোমার কাজ।

শ্রীমন্ত—এই পায়ে হাঁটা পথে প্রশান্তদা, বনানীদি একদিন যাত্রা করেছিল। সে পথ ধরে মঞ্জুলাদি তুমিও এলে। পথ-চলা শেষ হতে না হতে আমি এসে দাঁড়ালাম। আমারও চলা একদিন তোমাদেরই মতো ফুরিয়ে যাবে। সেদিন নূতন কুঁড়িরা শতেক আলোর ঝরণা-ধারায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এক অনাগত দিনের পথে। সে নূতন পথ ধরে হাঁটবে নূতন মানুষেরা, নূতন সূর্য উঠবে পূব আকাশে। হয়ত একদিন কোন এক নবীন কথাশিল্পীর লেখনীর মুখে ফুটে উঠবে এই আলোক সংঘের মানুষগুলোর কথা, সর্বহারাদের দুঃখের কাহিনী। এসো আমার নূতন কুঁড়িরা সেই অনাগত দিনটীকে স্মরণ কোরে আমরা প্রণাম করি। "দেশের কাজে যারা দিল সব" তাদের কথা আজকের দিনে স্মরণ কোরে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

[সবাই প্রণাম করলো। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে এল।]

যবনিকা

"দেশের কাজে যারা দিল সব"

নাটকের গানের স্বরলিপি

সুর ও স্বরলিপি—রমেন মৈত্র

মঞ্জুলার চরকা সুতো কাটা গান—গুন্ গুন্ গুঞ্জন ওই শোন

কথা—প্রভাত বসু

II সা ঋা সা ন্া | সা ঋা সা ন্া | সা | ঋা সা সা I
গু ন্ গু ন্ গু ন্ ঞ্জ ন্ এ ই শো ন্

। । পা দা | র্সা দা র্সা দা | পা । । পা II
০ ০ ও ই শো ন্ চ র কা ০ ০ র

পা দা ণা ধা | ণা ণা ণা ণা | পা না পা মা I
এ র চে য়ে ভা ল সু র আ র কি বা

জ্ঞা রা জ্ঞা মা | সা ঋা সা ন্া | সা ঋা সা ন্া II
দ র কা র গু ন্ গু ন্ গু ন্ জ ন্

সা ঋা সা । | ·। । । সা II
ও ই শো ০ ০ ০ ০ ন

II র্সা র্সা ·র্সা ণা | দা পা মা জ্ঞা | সা ঋা জ্ঞা পা I
মু ক্ তি র বা ণী বা জে আ জ সা রা

দা র্সা ঋ্রা জ্ঞ্রা | র্সা । । । | । । । । |
দে শ মা ঝে রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা রা জ্ঞ্রা র্রা | জ্ঞ্রা । জ্ঞ্রা । |
লু প্ তি র ত্রা ০ সে ০

পা ধা ণা ধা | ণা র্সা র্সা । | পা ণা পা মা |
কাঁ পে ০ ● ০ ০ ০ ০ বি দে শী য়

জ্ঞা রা জ্ঞা মা | সা ঋা সা ন্া | স্া ঋা সা ন্া II
স র কা র গু ন্ গু ন্ গু ন্ জ ন্

সা ঋা সা । | । । । সা II
ও ই শো ০ | ০ ০ ০ ন

সা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা সা ন্‌া | সা সা সা রা I
পাঁ জ নি য়ে সু তো কা টি আ জ ম হা

জ্ঞা মা মা । | পা পা পা ক্ষা | পা দা পা পা |
ন ন্‌ দে ০ য খ নি স ম য় পা ই

জ্ঞা দা পা মা | জ্ঞা রা সা সা | পা দা র্সা না |
দি ন রা ত স ন্‌ ধে ০ মা র দেও য়া

র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । | র্জ্ঞা র্রা র্সা না | র্রা । র্রা । |
ব ০ স্ত্রে ০ সা জি ন ব অ ০ স্ত্রে ০

র্সা ণা দা পা | পা ধা ণা র্সা | পা ণা পা মা
এ ত দি নে ভে দ বু ঝি মু ক্‌ তি ও

জ্ঞা রা জ্ঞা মা | সা জ্ঞা মা পা | মা মা মা মা |
ব ন্‌ ধে ০ পাঁ জ নি য়ে সু তা কা টি

জ্ঞা পা পা মা | জ্ঞা রা সা সা | সা ঋা সা ন্‌া |
আ জ ম হা ন ন্‌ দে ০ গু ন্‌ গু ন্‌

সা ঋা সা ন্‌া | সা ঋা সা া | া া া সা ||
গু ন্‌ জ ন ও ই শো ০ ০ ০ ০ ন্‌

মাগো আমার ইচ্ছে করে

কথা—সুজিতকুমার নাগ

সুর ও স্বরলিপি—রমেন মৈত্র

II পা র্সা ণা | ধা পা মা | মা মা জ্ঞা | ঋা সা সা |
মা গো ০ আ মা র ই ০ চ্ছে ক রে ০

সা সা ণ্‌া | সা ম্‌া জ্ঞা | ঋা সা । | । । । | সা গা গা |
ব নে র প থে ০ যে তে ০ ০ ০ ০ যে থা য়

গা গা গা | গা গা মা | মা মা পা | পা মা মা | মা জ্ঞা জ্ঞা
ফো টে ০ চ ম্ পা কুঁ ড়ি ০ দ খি ন হাও য়া য়

জ্ঞা জ্ঞা মা | পা । । II
মে তে ০ ০ ০ ০

II পা পা ধা | ধা ধা পা | পা পা ধা | র্সা র্সা র্ঋা |
কো য়ে ল ডা কা ০ ন দী র চ ০ ০

গা́ । । | । । । | গা́ র্া র্া | র্া র্া । | । র্া ঋা́ I
রে ০ ০ ০ ০ ০ শা প্ লা ফু লে ০ ০ র সো
র্া গা́ র্া | র্সা । । | । । । | পা পা ধা | ণা ণা র্সা I
না ঝ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ন প রী ০
র্সা । । | । । । | পা ণা দা | পা মা মা | মা পা মা
রা ০ ০ ০ ০ ০ ডা ক্ ছে শু ধু ০ আ মা য়
জ্ঞা রা জ্ঞা | পা পা । | । । । II
কা ছে ০ পে তে ০ ০ ০ ০
II সা সা সা | সা ণ্া ণ্া | সা সা সা | সা সা রা |
মা গো ০ আ মা র ব ন প রী রা ০
জ্ঞা জ্ঞা মা | মা মা পা | গমা মা । | । । । | মা মা পা
গা নে র সু রে ০ ক০ য় ০ ০ ০ ০ খো কা ০
পা পা পা | পা পা দা | পা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা মা |
ম ণি র এ ই ধ র ণী র স ব ই

পা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সা । । | ণা ণা ণা | ণা ণা ণা
ম ধু ॰ ম ॰ ॰ য় ॰ ॰ স ন্ ধে বে লা য়

ধা র্সা ণা | ধা পা পা | পা পা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা |
কু সু ম ফু টে ॰ চাঁ দে র হা সি র

র্সা ণা ণা | ণা ণা ধা | র্সা । । | । পা পা | । । ক্ষ |
ল হ র লো ॰ ॰ টে ॰ ॰ ॰ ঘু ॰ ॰ ॰ ম

পা পা দা | পা । । | । । । | সা সা রা | জ্ঞা পা পা |
পা ॰ ড়া নি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ম ধু র গা নে ॰

মা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সা সা রা | জ্ঞা । । II
জী ব ন র হে ॰ মে ॰ ॰ তে ॰ ॰

বাউলের গান

ওরে সর্বহারার দল

কথা ঃ রণজিৎ কুমার সেন

সুর স্বরলিপি—রমেন মৈত্র

সা জ্ঞা ॥ জ্ঞা পা পা মা | জ্ঞা রা সা ণ্‌া | সা পা পা মা ॥
ও রে স র্‌ ব হা রা র দ ল স র্‌ ব হা

পা জ্ঞা মা জ্ঞা | পা া া া | া া া া | পা পা পা মা |
রা র দ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা তে র আ

পা ধা ণা র্সা | ণা র্সা ণা ধা | পা া া পা | পা ধা পা পা
ধা ০ ০ র কা ট ল এ বা ০ ০ র দুঃ ০ খ ০

মা গা মা মা | সা পা পা মা | জ্ঞা রা সা ণ্‌া ॥
কি সে ব ল স র্‌ ব হা রা র দ ল

সা পা পা মা | পা জ্ঞা মা জ্ঞা | পা া া া | া া া া I
স র্‌ ব হা রা র দ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

॥ পা ণর্সা র্রজ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা া া র্জ্ঞ | র্রা র্মা র্জ্ঞা র্রা |
ন তুং নং প্রা তে ০ ০ র সু র্‌ য তো

র্সা । । র্রা | না না না না | না না না র্সা | দা না র্সা র্রা I
রে ০ ০ দাঁ ড়া ০ য় হে সে ০ ০ প্র ণা ০ ম ক

র্সা । । । | না র্সা না দা | পা । । পা | ধা ণা দা পা |
রে ০ ০ ০ আ খি র জ লে ০ ০ ফো টে ০ যে ০

মা জ্ঞা । । | পা পা পা মা | জ্ঞা রা সা ণ্া | সা পা পা মা
তো র ০ ০ আ ০ লো র শ ত দ ল স র্ ব হা

পা জ্ঞা মা জ্ঞা | পা । । । | পা । । । II
রা র দ ০ ০ ০ ০ ০ ল ০ ০ ০

II সা ণ্া সা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞ সা | সা জ্ঞা জ্ঞা পা |
ধূ লি য়ে ০ আ জ স্থ ০ ধা ০ য় ভ

মা । । । | পা পা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা সা রা |
রা ০ ০ ০ স্ব র্ গ সে ন য় ছু ০

ন্া সা রা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা | পা পা ণা ধা |
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো দে র ডা

ণা । । । | ণা পা ণা পা | জ্ঞা । । । | জ্ঞা মা পা পা |
কে ০ ০ ০ ব সু ন্ ধ রা ০ ০ ০ জা ০ গে ০

মা মা জ্ঞা রা | জ্ঞা রা সা । | । । । । | না না না না |
নূ ০ ত ন সু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ঘু ম ভা ঙা

না না । র্সা | সা জ্ঞা জ্ঞা ঋা | র্সা । । র্সা | র্সা র্সা র্সা ণা |
লি ০ ০ ০ জী র্ ণ দি নে ০ ০ র সু র শো না

র্সা র্রা জ্ঞা । | র্রা র্মা জ্ঞা র্রা | র্সা । । র্সা | র্সা না র্সা দা |
লি ০ ০ ০ নূ ত ন তৃ ণে ০ ০ র তো রা ই যে

পা । । । | ধা ণা দা পা | মা জ্ঞা । জ্ঞা | জ্ঞা পা পা মা |
রে ০ ০ ০ স র্ ব কা লে ০ ০ র হা ০ সি র

জ্ঞা রা সা ণ্া | সা পা পা মা | পা জ্ঞা মা জ্ঞা |
ঝ ল ম ল স র্ ব হা রা র দ ০

পা । । । | পা । । । II
০ ০ ০ ০ ল ০ ০ ০